অধ্যায় ০২

আদর্শ জীবনচরিত

আলোচ্য বিষয়

▸ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ▸ স্বামী প্রণবানন্দ ▸ মা আনন্দময়ী ▸ জীবনাদর্শ অনুসরণ।

অধ্যায়ের মূলকথা

আমাদের ধর্মে অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী আছেন– শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী প্রণবানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, মা আনন্দময়ী প্রমুখ। জগতের কল্যাণই এদের জীবনের উদ্দেশ্য। এরা অলৌকিক গুণসম্পন্ন। স্বামী প্রণবানন্দ আধুনিক শিক্ষা এবং আত্মিক সাধনার সমন্বয়ে উন্নত সমাজজীবন গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন। দেশপ্রেম ও সংঘশক্তির গুরুত্ব স্বামী প্রণবানন্দ অনুভব করেছিলেন এবং সমাজের গরিব-দুঃখীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উন্নত মানবসমাজ তৈরিতে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভারত সেবাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। মা আনন্দময়ী ছিলেন হরিভক্ত। ছোটবেলা থেকেই হরিনাম করতেন। তিনি বলতেন, সব পথেই সত্যকে পাওয়া যায়। সব ধর্ম সমান।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি যে যোগ্যতা অর্জন করব–

▣ ধর্মীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানতে পারব এবং তাঁদের জীবনাদর্শ নিজ জীবনে অনুসরণ করতে পারব।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিখনযোগ্যতা অর্জনোপযোগী পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি ও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্নোত্তর এ অংশে দেওয়া হলো। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও নির্দেশনার আলোকে প্রণীত পাঠগুলো তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ ছবির নিচে নাম লেখো।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৩

উত্তর :

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

হরিচাঁদ ঠাকুর

সারদা দেবী

ভগিনী নিবেদিতা

কাজ ২ আমরা স্বামী প্রণবানন্দের অবদান সম্পর্কে জানলাম। এবার তুমি তাঁর অবদান সম্পর্কে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৬

১.
২.
৩.

উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দের অবদান সম্পর্কে নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১. স্বামী প্রণবানন্দ ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করেন। বিভিন্ন জেলা থেকে বিপ্লবীরা এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে আশ্রয় নিতেন।

২. তীর্থযাত্রীরা যাতে সহজে পুণ্যকর্ম করতে পারে তার জন্য স্বামী প্রণবানন্দ গয়ায় 'ভারত সেবা সংঘ'সহ বিভিন্ন স্থানে ভারত সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন.।

৩. মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য স্বামী প্রণবানন্দ সারাজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর বাণী শুনে মানুষ নতুন জীবন লাভ করে।

কাজ ৩ মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে তথ্য নিয়ে নিচের বৃত্তাকার ঘরগুলো পূরণ করো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৮

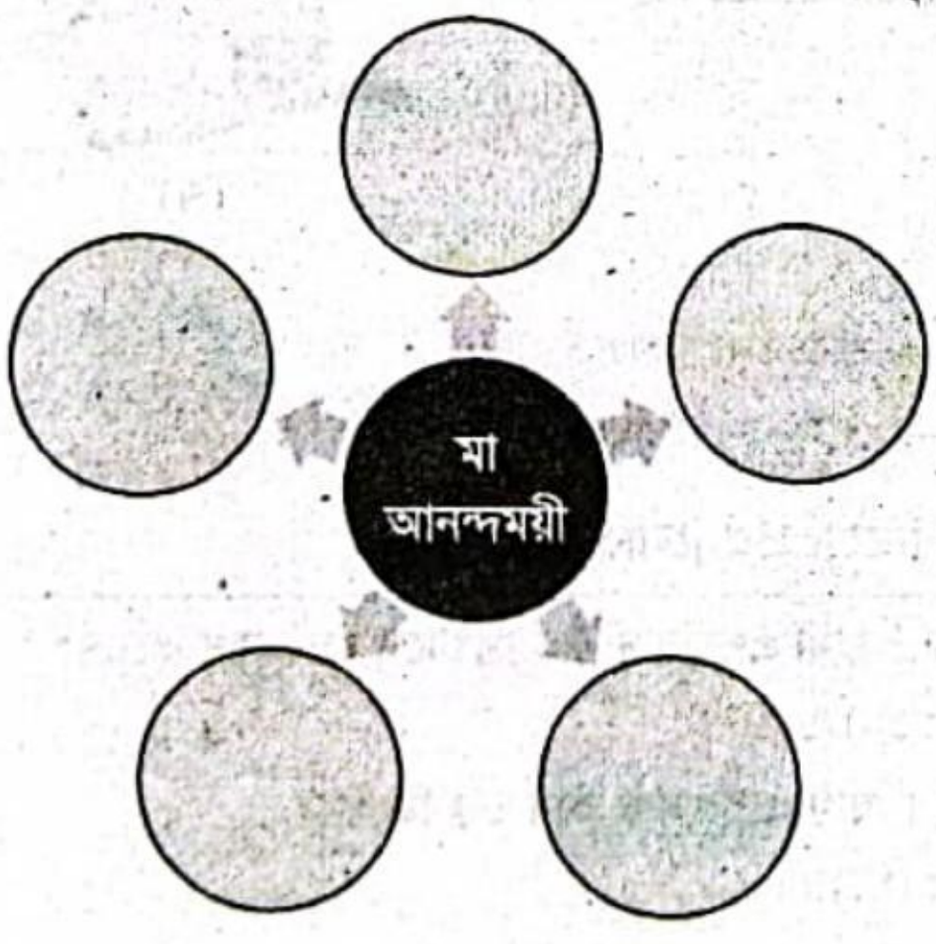

উত্তর :

কাজ ৪ নিচের তথ্যগুলো অনুসরণ করে একজন মহাপুরুষের জীবন-প্রবাহ তৈরি করো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৯

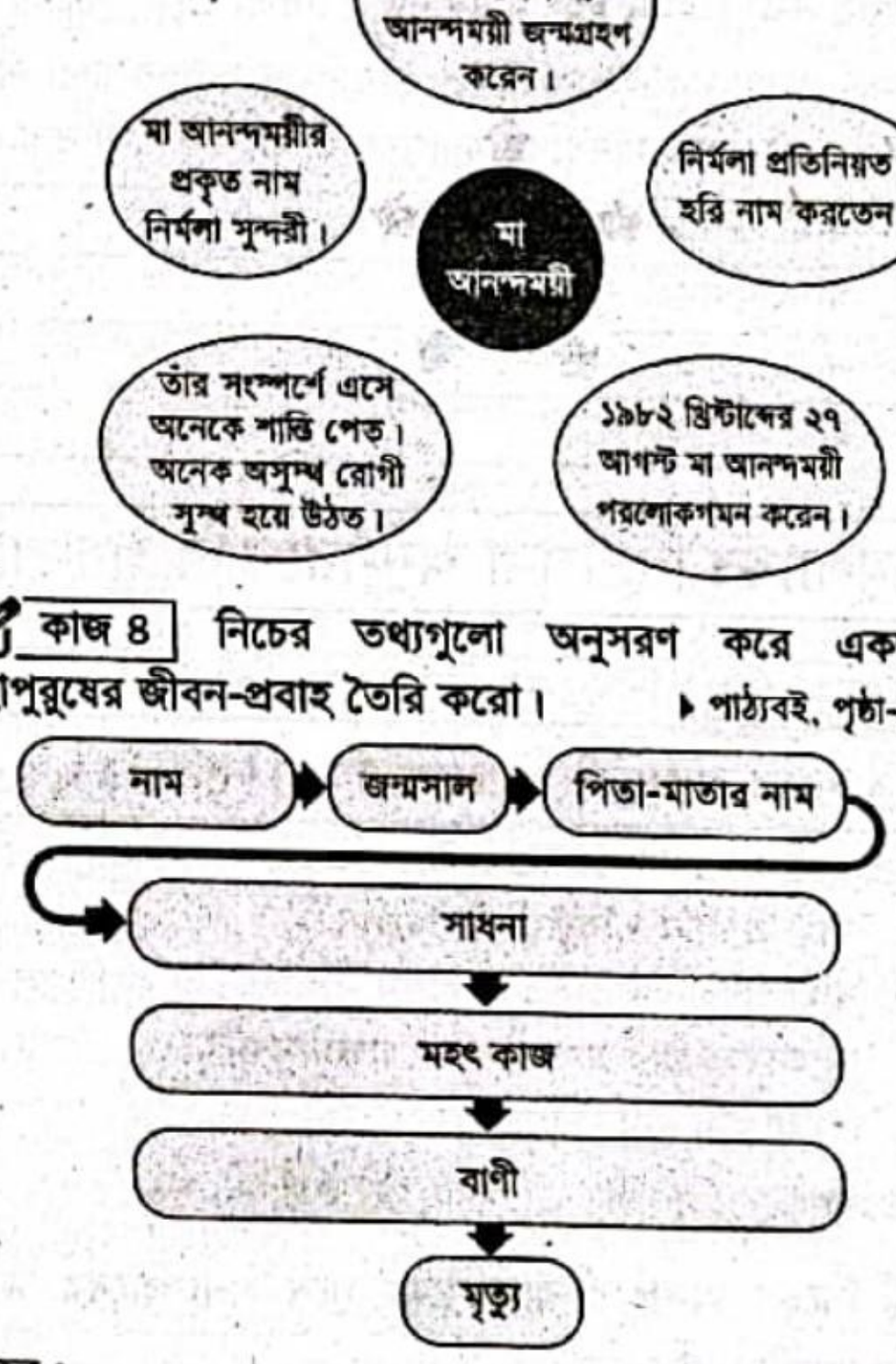

উত্তর :

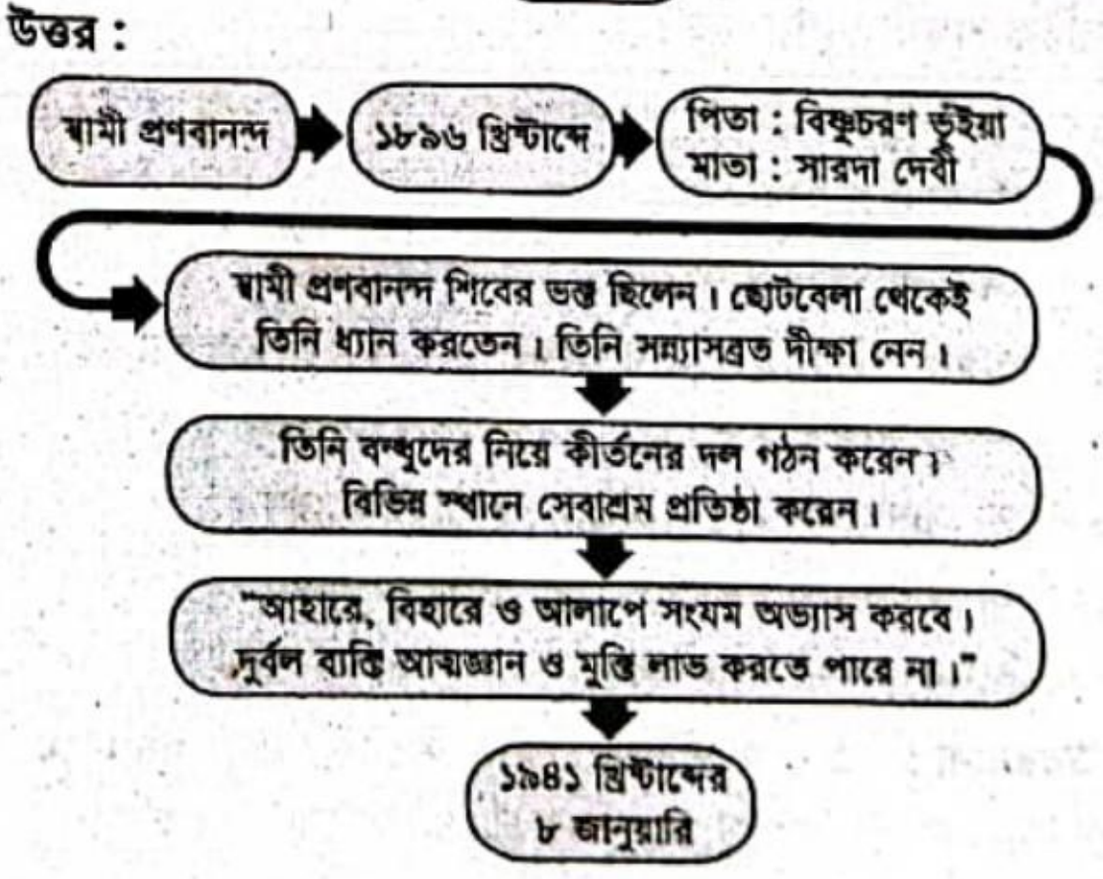

কাজ ৫ যাচাই করি : নিচের সালগুলোতে কী হয়েছিল? বলো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২০

১৮৯৬	
১৯২৪	
১৯৮২	
১৯৪১	

উত্তর :

১৮৯৬	মা আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন।
১৯২৪	বিনোদ সন্ন্যাসব্রত দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী প্রণবানন্দ।
১৯৮২	মা আনন্দময়ী পরলোকগমন করেন।
১৯৪১	স্বামী প্রণবানন্দ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

কাজ ১ **আমাদের এই পৃথিবীতে কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। পরের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল করাই তাঁদের লক্ষ্য। এমন মহৎ মানুষদের কী বলে? এদের নামের তালিকা তৈরি কর।** ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

উত্তর : আমাদের এই পৃথিবীতে কেউ কেউ আছেন যারা নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। পরের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল করাই তাঁদের লক্ষ্য। এমন মহৎ মানুষদের মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী বলা হয়। নিচে এদের নামের তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

১. স্বামী প্রণবানন্দ	৫. শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর
২. মা আনন্দময়ী	৬. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৩. সারদা দেবী	৭. ভগিনী নিবেদিতা
৪. স্বামী বিবেকানন্দ	৮. রানি রাসমণি

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। স্বামী প্রণবানন্দ ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
২। স্বামী প্রণবানন্দ বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন।
৩। স্বামী প্রণবানন্দ ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
৪। মা আনন্দময়ীর মাতার নাম মোক্ষদাসুন্দরী।
৫। নির্মলা হরি নাম করতেন।

উত্তরমালা : ১। মিথ্যা; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। সত্য; ৫। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। মহাপুরুষরা ——— গুণসম্পন্ন।
২। বিনোদ ছিলেন ——— ভক্ত।
৩। মায়ের আদেশে বিনোদ ——— গিয়েছিলেন।
৪। গয়ায় মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে ——— দেওয়া হয়।
৫। সংঘ, সংঘশক্তি ও ——— এই তিন মিলে হয় এক।
৬। মা আনন্দময়ী ——— গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
৭। মা আনন্দময়ীর বাবা ছিলেন একজন ———।
৮। নির্মলা ——— ভক্ত ছিলেন।

উত্তরমালা : ১। অলৌকিক; ২। শিবের; ৩। গয়াধামে; ৪। পিণ্ড; ৫। সংঘনেতা; ৬। খেওড়া; ৭। সাধক; ৮। হরি।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের ছবিগুলো দেখে নাম বল।

(ক)

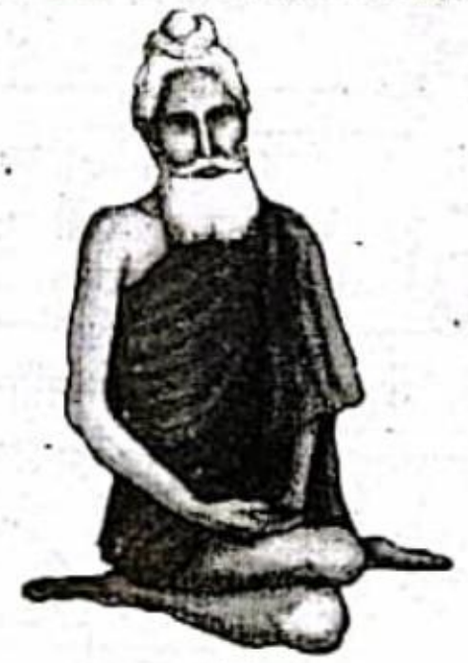

(খ)

উত্তর :
(ক) → শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
(খ) → লোকনাথ ব্রহ্মচারী

খ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। স্বামী প্রণবানন্দ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৮৯৬।

প্রশ্ন ২। স্বামী প্রণবানন্দ কার ভক্ত ছিলেন?
উত্তর : শিবের।

প্রশ্ন ৩। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দ।

প্রশ্ন ৪। সংঘ ও সংঘশক্তির ওপর জোর দিতেন কে?
উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দ।

প্রশ্ন ৫। স্বামী প্রণবানন্দ কত খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন?
উত্তর : ১৯৪১।

প্রশ্ন ৬। মা আনন্দময়ী কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৮৯৬।

প্রশ্ন ৭। মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম কী?
উত্তর : নির্মলা সুন্দরী।

প্রশ্ন ৮। হরিকে ডাকলে কী হয়? এ প্রশ্ন কে করেছিলেন?
উত্তর : নির্মলা সুন্দরী।

প্রশ্ন ৯। নির্মলা কোথায় সাধনা করতেন?
উত্তর : রমনা কালীবাড়ি।

প্রশ্ন ১০। মা আনন্দময়ী কত খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন?
উত্তর : ১৯৮২।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। স্বামী প্রণবানন্দ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৮৯৬ (খ) ১৮৯৭
(গ) ১৮৯৫ (ঘ) ১৮৯৮
উত্তর : (ক) ১৮৯৬।

২। বিনোদ কার ভক্ত ছিলেন?
(ক) শিবের (খ) বিষ্ণুর
(গ) দুর্গার (ঘ) গণেশের
উত্তর : (ক) শিবের।

৩। কে ভারত 'সেবাশ্রম সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) স্বামী প্রণবানন্দ (খ) স্বামী বিবেকানন্দ
(গ) প্রভু জগদ্বন্ধু (ঘ) মা আনন্দময়ী
উত্তর : (ক) স্বামী প্রণবানন্দ।

৪। সংঘ ও সংঘশক্তির ওপর জোর দিতেন কে?
(ক) স্বামী প্রণবানন্দ (খ) সারদা দেবী
(গ) ভগিনী নিবেদিতা (ঘ) বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী
উত্তর : (ক) স্বামী প্রণবানন্দ।

৫। মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম কী ছিল?
(ক) পরমা সুন্দরী (খ) নির্মলা সুন্দরী
(গ) বিমলা সুন্দরী (ঘ) কমলা সুন্দরী
উত্তর : (খ) নির্মলা সুন্দরী।

৬। 'সংসারটা ভগবানের' কে বলতেন?
(ক) মা আনন্দময়ী (খ) সারদা দেবী
(গ) ভগিনী নিবেদিতা (ঘ) বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী
উত্তর : (ক) মা আনন্দময়ী।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। নির্মলা সুন্দরী কার নাম ছিল?
উত্তর : মা আনন্দময়ীর নাম ছিল নির্মলা সুন্দরী।

প্রশ্ন ২। মা আনন্দময়ী কোথায় আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন?
উত্তর : মা আনন্দময়ী রমনা কালীবাড়ির পাশে ও তাঁর জন্মস্থান খেওড়াতে আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন।

প্রশ্ন ৩। সংযমী ও পরিশ্রমী কে ছিলেন?
উত্তর : বিনোদ ছিলেন খুবই সংযমী ও পরিশ্রমী।

প্রশ্ন ৪। সংঘশক্তি ও সংঘ নেতার প্রয়োজন কেন?
উত্তর : মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও মানবকল্যাণে সংঘশক্তি ও সংঘ নেতার প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৫। কে নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন?
উত্তর : মা আনন্দময়ী নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

শ্র	ম	আ

উত্তর : আশ্রম।

প্রশ্ন ২।

লৌ	ক	অ	কি

উত্তর : অলৌকিক।

প্রশ্ন ৩।

রু	ন	গু	জ

উত্তর : গুরুজন।

প্রশ্ন ৪।

ন	য়ী	আ	ম	ন্দ

উত্তর : আনন্দময়ী।

প্রশ্ন ৫।

ন্যা	ব্র	ত	স	স

উত্তর : সন্ন্যাসব্রত।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের	স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য।
২. বিনোদ ছিলেন	হরিনাম করতেন।
৩. বিনোদ এগিয়ে আসেন	অনেকে শান্তি পেত।
৪. নির্মলা	অনেক গুণ।
৫. নির্মলার সংস্পর্শে এসে	খুবই সংযমী ও পরিশ্রমী।
	অসুর ধ্বংস হতো।
	জীবন খুবই সুখের।

উত্তরমালা :

১. মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের অনেক গুণ।
২. বিনোদ ছিলেন **খুবই সংযমী ও পরিশ্রমী।**

৩. বিনোদ এগিয়ে আসেন **স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য।**
৪. নির্মলা **হরিনাম করতেন।**
৫. নির্মলার সংস্পর্শে এসে অনেকে **শান্তি পেত।**

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। স্বামী প্রণবানন্দ কীসের ওপর জোর দিতেন এবং কেন?
উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দ সংঘ ও সংঘশক্তির ওপর জোর দিতেন। কারণ এর মাধ্যমে গরিব-দুঃখীদের সেবা দেওয়া যায়। মানুষের কল্যাণ করা যায়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়। ধর্মপ্রচার করা যায়।

প্রশ্ন ২। তীর্থস্থানে পাণ্ডাদের অত্যাচার বন্ধে বিনোদ কী করেছিলেন?
উত্তর : তীর্থস্থানে পাণ্ডাদের অত্যাচার বন্ধে বিনোদ গয়ায় সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তীর্থযাত্রীরা পাণ্ডাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। তীর্থযাত্রীরা সহজে পুণ্যকর্ম করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জীবনাদর্শ অনুসরণ

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছ, তা নিচে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২১

উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছি তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা যাবে না। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। ধর্মীয় মনোভাব জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সনাতন আদর্শে সংঘটিত হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধর্মের আদর্শ মেনে চলতে হবে। আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হতে হবে। দুর্বলতা ত্যাগ করতে হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

কাজ ২ প্রথম পরিচ্ছেদে মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছ, তা নিচে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২১

উত্তর : মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছি, তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ভগবানকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করতে হবে। মা-বাবা ও গুরুজনদের ভক্তি করতে হবে। তাদের কথা মেনে চলতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সর্বদা উদার মনের হতে হবে। নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিয়মিত লেখাপড়া করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কাজ ৩ তুমি স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনের কোন কোন আদর্শ অনুসরণ করো, নিচে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৩

উত্তর : আমি স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনের যে আদর্শ অনুসরণ করি তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা। ধর্মের আদর্শ মেনে চলা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ভগবানকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা। মা-বাবা ও গুরুজনদের ভক্তি করা এবং তাদের কথা মেনে চলা। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা। নিয়মিত পড়ালেখা করা ও জ্ঞান অর্জন করা।

কাজ ৪ যাচাই করি : বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল করো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৩

১. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে	দায়িত্ব পালন করা।
২. ধর্মীয় মনোভাব	নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
৩. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ	জাগিয়ে তোলা।
	জ্ঞান অর্জন করা।

উত্তর :

১. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে **নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।**
২. ধর্মীয় মনোভাব **জাগিয়ে তোলা।**
৩. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ **দায়িত্ব পালন করা।**

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ

সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত।
২। শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয় হয়।
৩। দুর্বলতা ত্যাগ করা উচিত।
৪। শুধু নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।
৫। আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হতে হবে।

উত্তরমালা : ১। মিথ্যা; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা; ৫। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। একে অপরের সাথে —— থাকা উচিত।
২। ——, বিহারে ও আলাপে সংযমী হতে হবে।
৩। ভগবানকে শ্রদ্ধা ও —— করতে হবে।
৪। মা-বাবা ও গুরুজনদের —— করা উচিত।
৫। —— ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত।

উত্তরমালা : ১। ঐক্যবদ্ধ; ২। আহারে; ৩। স্মরণ; ৪। ভক্তি; ৫। সকল।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কী জাগ্রত হয়?
উত্তর : নৈতিক মূল্যবোধ।

প্রশ্ন ২। 'আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযম অভ্যাস করবে'— কে বলেছিলেন?
উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দ।

প্রশ্ন ৩। একে অপরের সাথে কেমন থাকা উচিত?
উত্তর : ঐক্যবদ্ধ।

প্রশ্ন ৪। 'ভগবানের নাম করবে' কে বলেছিলেন?
উত্তর : মা আনন্দময়ী।

প্রশ্ন ৫। 'গুরুজন ও বাবা-মায়ের কথা শুনবে' কে বলেছিলেন?
উত্তর : মা আনন্দময়ী।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। মানুষে মানুষে কী করা উচিত নয়?
ক বন্ধুত্ব খ ভেদাভেদ
গ ভালোবাসা ঘ শ্রদ্ধা
উত্তর : (খ) ভেদাভেদ।

২। আহারে, বিহারে ও কীসে সংযমী থাকা উচিত?
ক ঘরে খ মন্দিরে
গ বিদ্যালয়ে ঘ আলাপে
উত্তর : (ঘ) আলাপে।

৩। কী ত্যাগ করা উচিত?
ক বন্ধুত্ব খ দুর্বলতা
গ সংযম ঘ সহমর্মিতা
উত্তর : (খ) দুর্বলতা।

৪। সকল ধর্মের প্রতি কী থাকতে হবে?
ক আন্তরিক খ বিদ্বেষী
গ অশ্রদ্ধা ঘ শ্রদ্ধা
উত্তর : (ঘ) শ্রদ্ধা।

৫। নিষ্ঠার সাথে কী পালন করতে হবে?
ক দায়িত্ব খ শপথ
গ অঙ্গীকার ঘ সততা
উত্তর : (ক) দায়িত্ব।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। মানুষে মানুষে কী করা উচিত নয়?
উত্তর : মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ২। সকলের মধ্যে কী গড়ে তোলা উচিত?
উত্তর : সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা উচিত।

প্রশ্ন ৩। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কী জাগ্রত হয়?
উত্তর : শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

ম	র	ন্দি

উত্তর : মন্দির।

প্রশ্ন ২।

ল্য	ধ	মূ-	বো

উত্তর : মূল্যবোধ।

প্রশ্ন ৩।

ব	র্শ	দ	জী	না

উত্তর : জীবনাদর্শ।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. শিক্ষার মাধ্যমে	সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলব।
২. সকলের মধ্যে	স্মরণ করতে হবে।

৩. ভগবানকে শ্রদ্ধা ও	ভেদাভেদ করা উচিত নয়।
৪. মানুষে মানুষে	নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।
৫. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ	অর্থ উপার্জন করা যায়।
	ভেদাভেদ থাকা উচিত।
	দায়িত্ব পালন করা উচিত।

উত্তরমালা :

১. শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।
২. সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলব।
৩. ভগবানকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করতে হবে।
৪. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত নয়।
৫. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত।

নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। স্বামী প্রণবানন্দের জীবনের কোন আদর্শ তুমি অনুসরণ করবে পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করব না; ২. সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলব; ৩. ধর্মের আদর্শ মেনে চলব; ৪. আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হব; ৫. স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হব।

প্রশ্ন ২। মা আনন্দময়ীর জীবনের কোন আদর্শ তুমি অনুসরণ করবে পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১. ভগবানকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করব; ২. মা-বাবা ও গুরুজনদের ভক্তি করব; ৩. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব; ৪. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করব; ৫. নিয়মিত লেখাপড়া করব।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

শিক্ষার্থীর শিখন/পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষক/অভিভাবকগণ নিচের **'পাঠোত্তর মূল্যায়ন ও নির্দেশনা ছক'** ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য স্থানে টিক (✓) চিহ্ন প্রদান করে অগ্রগতি যাচাই করবেন। কোনো শিখনযোগ্যতা/নির্দেশকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে তা পুনরায় অনুশীলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
১। মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনচরিত সম্পর্কে বলতে পারা।			
২। মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে পারা।			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন** সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

ক. নির্মলা হরিনাম করতেন।
খ. স্বামী প্রণবানন্দ বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন।
গ. আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হতে হবে।
ঘ. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত।

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

ক. ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. নির্মলা কোথায় সাধনা করতেন?
গ. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কী জাগ্রত হয়?
ঘ. 'ভগবানের নাম করবে' কে বলেছিলেন?

৩। বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে	দায়িত্ব পালন করা।
খ. ধর্মীয় মনোভাব	নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
গ. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ	জাগিয়ে তোলা।
	জ্ঞান অর্জন করা।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. সংঘশক্তি ও সংঘ নেতার প্রয়োজন কেন?
খ. মা আনন্দময়ী কোথায় আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন?
গ. সকলের মধ্যে কী গড়ে তোলা উচিত?

উত্তরমালা

১ ▸ ক. সত্য; খ. মিথ্যা; গ. সত্য; ঘ. মিথ্যা।

২ ▸ ক. স্বামী প্রণবানন্দ; খ. রমনা কালীবাড়ি; গ. নৈতিক মূল্যবোধ। ঘ. মা আনন্দময়ী।

৩ ▸ ক. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
খ. ধর্মীয় মনোভাব জাগিয়ে তোলা।
গ. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা।

৪ ▸ ক. মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও মানবকল্যাণে সংঘশক্তি ও সংঘ নেতার প্রয়োজন।
খ. মা আনন্দময়ী রমনা কালীবাড়ির পাশে ও তাঁর জন্মস্থান খেওড়াতে আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন।
গ. সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা উচিত।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐